১০ম শ্রেণি একাডেমিক প্রোগ্রাম ২০২০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

লেকচার	:	ICT-07
অধ্যায় ০৫	:	মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স



www.udvash.com

Gradie



Poll Question 1





এই অংশে মুলত আমরা ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার ব্যবহার করা শিখব।

ফটোশপ আর ইলাস্ট্রেটর এডোবি সফটওয়্যার কোম্পানি এর দুইটি জনপ্রিয় সফটওয়্যার কিন্তু কোন কাজে ফটোশপ আর কোন কাজে ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করা হয়।

আসলে যদি সহজ ভাষায় বলতে হয় তাহলে ক্যামেরা তে তোলা ছবি বা স্ক্যান করা ছবি পরিমার্জন ও পরিবর্তন করতে আমরা মূলত ফটোশপ ব্যবহার করে থাকি।

অন্যদিকে, ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করে আমরা কম্পিউটার এর সাহায্যে ড্রয়িং করে নতুন কোন লোগো, পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি তৈরি করতে পারি। যেমন: স্লাইডটির নিচে উদ্ভাস এর যেই লোগো অথবা আইসিটি বই এর কভার পেজ এগুলার ডিজাইন ইলাস্ট্রেটর এর সাহায্যে আমরা করে থাকি।



Poll Question 2



এখানে প্রধানত কোনটি ব্যবহৃত হয়েছে?

ক) Powerpoint ২) Illustrator গ) Photoshop Poll Question 3



ফটোশপ

ফটোশপ ব্যবহার করার সময় কয়েকটি শব্দ এর সাথে আমরা বিভিন্ন সময় পরিচিত হব। তা সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিই-

ফোরগ্রাউন্ড কালার ও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার – ফটোশপ এ আমরা যেই উইন্ডো বা পর্দায় ছবি রেখে এডিট করি সেই পর্দাটি কে যদি লেখার কাগজের সাথে তুলনা করি তাহলে সেই কাগজে তুলি বা কলম দিয়ে দাগ দিলে যেই রঙ ফুটে উঠবে সেটাই ফোরগ্রাউন্ড কালার এবং যদি ফ্লুইড দিয়ে কোন অংশ আমরা মুছে ফেলার চেষ্টা করি তাহলে কাগজে ফ্লুইডের যেই রংটি ফুটে উঠবে সেটাকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে পারি। সাধারণত লেখার কালি কালো আর ফ্লুইডের কালার সাদা হলেও ফটোশপে যেকোনো কালার ব্যবহার করা যায় ফোরগ্রাউন্ড ও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে। সংক্ষেপে কলমের কালির রঙ হিসেবে রয়েছে ফোরগ্রাউন্ড কালার এবং ইরেসারের কালার হিসেবে রয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার।

টুলবক্স ও প্যালেট – ওয়ার্কিং উইন্ডো এর বাম পাশে যেই লম্বা বক্সে যেখানে সকল প্রয়োজনীয় টুল একত্র করে রাখা আছে তাকে টুলবক্স বলে। অন্যদিকে ডান দিকে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট বক্স রয়েছে যেখান থেকে ভিন্ন ধরনের তথ্য পাওয়া যায় এবং বেসিক সেটিংস পরিবর্তন করা যায় এইসব ছোট ছোট বক্স কে এক একটি প্যালেট নামে ফটোশপ এ ডাকা হয়।





ফিদারিং

নিচের দুইটি ছবির দিকে লক্ষ করি –





মূলত একটি ছবির কোন অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে স্পস্ট ভাবে ফুটিয়ে তুলতে ওই অংশে ফিদারিং প্রয়োগ করে বাকি অংশ অন্য কালার দিয়ে ফিল করে সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা যায়।





ফিদার ব্যবহার করে এডিট করা দুইটি ছবি দেখে নেওয়া যাক-









স্ট্রোক(Stroke) – স্ট্রোক এর সাহায্যে আমরা আমাদের সিলেকশন কে ফুটিয়ে তুলতে পারি।

উদাহরণ হিসেবে নিচের দুইটি ছবি দেখে নেয়া যাক-



বামের ছবির চেয়ে ডানের ছবিতে BOOM শব্দটির প্রান্ত বেশি মোটা দাগে ফুটিয়ে তুলা হয়েছে স্ট্রোকের সাহায্যে





লেয়ার (Layer)— ফটোশপ এ আমরা যেই উইন্ডো বা ক্যানভাসে কোন ছবি রেখে এডিট করি বা দ্র করি সেই ক্যানভাসের উপর আমরা চাইলে এক বা একাধিক স্বচ্ছ নতুন ক্যানভাস রেখে নতুন কোন এডিটিং বা দ্রয়িং রাখতে পারি। তাতে অন্য ক্যানভাসে থাকা ছবির উপর নতুন এডিটিং বা দ্রয়িং এর প্রভাব পরে না। ফলে প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে এডিট করা যায় এবং স্ক্রিনে তাদেরকে একসাথে একটির উপর আরেকটি রাখলে যেমন দেখাবে তেমনটি দেখতে পাওয়া যায়।



Transparent areas on a layer let you see layers below.







লেয়ারিং



এখন চাইলেই আমরা যদি ২য় লেয়ারে বৃত্তের রঙ পরিবর্তন করি তাহলে সহজেই মুল ছবিতে পরিবর্তন প্রতিফলিত হবে।

লেয়ারিং

UIE	Unbited-1 @ 100% (Layer 1, RGB)	€ Untitled-1 © 100% (Layer 2, RGB)	
সম্পূর্ণ ছবি	লেয়ার - ১	লেয়ার - ২	







তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধ্যায় ০৫ : মাল্টিমিডিয়া ও গ্রাফিক্স

>সিলেকশন রঙ, ফিদার, স্ট্রোক করা।

> লেয়ার এর সাহায্যে অবজেক্ট তৈরি ও টেক্সট লেয়ার এর ব্যবহার।

>সিলেকশন টুল ও মুভ টুল এর ব্যবহার।

> ছবির ব্রাইটনেস ও কন্ট্রাস্ট পরিবর্তন করা।

>লেয়ার এর ডিলিশন।

>ছবি ত্রুপ করা।

়>ফটোশপ প্রোগ্রাম খোলা এবং নতুন ডকুমেন্ট তৈরি করা ও ফাইল সেভ করা। >ফটোশপ এর টুলবক্স প্রিচিচিন

ফটোশপ ব্যবহারিক

লেগে থাকো সৎভাবে, স্বপ্নজয় তোমারই হবে।



www.udvash.com